জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি, গণপরিবহন বন্ধের প্রভাব পড়েছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) প্রকৌশল গুচ্ছের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের ওপর। গণপরিবহন সংকট, বাড়তি ভাড়ার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। এর আগে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিতে রাতে পেট্রোলপাম্প থেকে 'তেল না পাওয়ায়' গতকাল শনিবার সকাল থেকে চট্টগ্রামে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পরিবহন মালিক গ্রুপ।

এ কারণে গতকাল সকাল থেকে চট্টগ্রামে গণপরিবহন সংকট দেখা দেয়। পরিবহন সংকটের মধ্যে বাড়তি ভাড়া দিয়ে ছোট ছোট যানবাহনে ভেঙে ভেঙে সড়কপথ অতিক্রম করে চুয়েট ক্যাম্পাসে পৌঁছান ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। যদিওবা চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দুপুর ২টার দিকে গণপরিবহন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়।

advertisement

এবারের ভর্তি পরীক্ষয় সংরক্ষিত আসনসহ ৯৩১টি আসনের বিপরীতে চুয়েট কেন্দ্রে 'ক' বিভাগে ৮ হাজার ৭৪০ জন এবং 'খ' বিভাগে ৭৩৭ জন মোট ৯ হাজার ৪৭৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মোট ৯ হাজার ৪৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 'ক' বিভাগে ৭ হাজার ৫৭৬ জন উপস্থিত ছিলেন এবং ১ হাজার ৯০১ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ 'ক' বিভাগে উপস্থিতির হার প্রায় ৮০ (৭৯.৯৩) শতাংশ। অন্যদিকে 'খ' বিভাগে ৭৩৭ জন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৫২৩ জন উপস্থিত ছিলেন এবং ২১৪ জন অনুপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ 'খ' বিভাগে উপস্থিতির হার প্রায় ৭১ (৭০.৯৬) শতাংশ। শতভাগ উপস্থিত হতে না পারার কারণ হিসেবে গণপরিবহন সংকটকে দায়ী করছেন অভিভাবকরা। গতকাল শনিবার এমসিকিউ পদ্ধতিতে 'ক' বিভাগের পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুর সাড়ে ১২টায় এবং 'খ' বিভাগের পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে শেষ হয় পৌনে ২টায়। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে চুয়েট কেন্দ্রের বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন চুয়েট'র ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রফিকুল আলম। এ সময় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সদস্য ও লোকাল ভর্তি কমিটির সভাপতি চুয়েট পুরকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মইনুল ইসলাম, ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম এবং চুয়েটের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন, সকাল থেকে সড়কে পরিবহন ছিল খুব কম। ভেঙে ভেঙে গন্তব্যে পৌঁছাতে গুনতে হয়েছে বাড়তি ভাড়া। ভোগান্তির মধ্য দিয়ে পরীক্ষা দিতে কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরে অনেকে স্বস্তিবোধ করেন। তবে পরীক্ষা শেষে যাওয়ার সময় শিক্ষার্থীÑঅভিভাবক একসঙ্গে বের হওয়ায় পরিবহন সংকট বেড়ে যায়। বেশি টাকায়ও মেলেনি পরিবহন। জ্বালানি তেলের দাম বাড়লেও গ্যাসচালিত গণপরিবহনগুলো বাড়তি ভাড়া আদায় করছে বলে অভিযোগ করেন তারা। এদিকে চুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য রাউজানের সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরীর পক্ষে ১০ হাজার বিশুদ্ধ পানির বোতল বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পাহাড়তলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রোকন উদ্দিন। তিনি বলেন, তীব্র তাপপ্রবাহে তৃষ্ণার্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের নির্দেশনায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবদুল ওহাব উপস্থিত থেকে পানি বিতরণ করেন।

চুয়েট ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মশিউল হক বলেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ভোগান্তির বিষয়ে কেউ আমাদের জানায়নি।' চুয়েট পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক খোরশেদ আলম বলেন, 'গণপরিবহন সংকট ছিল, কিছুটা ভোগান্তি ছিল। তবে অনেকে ভোরেই ক্যাম্পাসে উপস্থিত হন।' রাউজান থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক অজয় দেব শীল বলেন, 'চুয়েটের পরীক্ষার জন্য বাড়তি ১০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে।' ভোগান্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'গণপরিবহন সংকটের কারণে কমসংখ্যক শিক্ষার্থী ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।'